শ্রী রামচন্দ্র মিশন®

মে ২০১০ ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

For Private Circulation Only

প্রিয়তম বাবুজী মহারাজের ১১১ তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

২৯ এপ্রিল থেকে ১ মে ২০১০, তিরুপ্পুরের ডি.জে পার্কে বাবুজী মহারাজের ১১১ তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হল। প্রায় ৯০০০ অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ২৯ এপ্রিল গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং অনেক নতুন প্রকাশনা উপহার দেন। ৩০ এপ্রিল সৎসঙ্গ–এর পর তিনি বাবুজী মহারাজ প্রেরিত তিনটি বার্তা পড়ে শোনান এবং এরপর ৯টি বিবাহ সম্পন্ন করেন।

প্রথম বার্তাটি ছিল ১৯ এপ্রিল ২০১০ অর্থাৎ বাবুজী মহারাজের মহাসমাধির দিন, যাতে তিনি বলেন, "ঐশী আকুল আত্মার প্রস্ফুরণের জন্য সবকিছু আমাদের পথে কাজ করে চলে, যা কিনা এই যাত্রার একমাত্র লক্ষ্য। তাদেরকে মূল প্রয়োজনীয় বিষয় দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন তা সাধকের নিজের প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করবে"।

দ্বিতীয় বার্তা ২৯ এপ্রিল ২০১০ এর। "এখানে অনুগত ও বিশ্বস্ত আত্মাদের সমাবেশ স্পর্শ করেছে। সত্যিকারের প্রেমগীত উপরে আমাদের কাছে ভেসে আসছে –– যা এই জন্মদিন উদ্‌যাপনের ঊর্দ্ধে। সমগ্র মিশন এই উৎসবে জেগে উঠেছে। ফলে তা ঐশী সুধা আকর্ষণ করে হৃদয় আলোকিত করছে"।

৩০ এপ্রিল সকালে পাওয়া বার্তায় বাবুজী বিশেষ করে গুরুদেবকে বলেছেন, "হে, পুত্র, তুমি মানুষের নেতা, জন্মজাত সংগঠক। এই নতুন দিশা তোমাকে মিশনে এক বিশেষ স্থান সুরক্ষিত করে দেবে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী স্মরণ করবে .....আগামী দিনের বিশ্ব এক অভিনব শক্তির পরিচায়ক হয়ে যাক, তা না হলে অনেক আগেই এ শূন্যতে পর্যবসিত হয়ে যেত"।

গুরুদেবের মতে ভক্ত বা সাধকের তিনটি জরুরী বিষয় প্রয়োজন, গুরুর প্রতি প্রেম, গুরুর সঙ্গে সৎসঙ্গ, গুরুর আজ্ঞাপালনকারিতা। দৈনিক সাধনার মাধ্যমে আমাদের দিব্য শিখা নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত রাখা উচিত। বাবুজীর সময়ের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, সে সময় সকলে ভাণ্ডারাতে সমবেত হত হৃদয় ভরা প্রেম নিয়ে, এমনকি আধ্যাত্মিক প্রগতির স্পৃহাও থাকত না। তিনি বলেন, "এখানে কোন দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক নেই, এখানে তোমার সবকিছু খোলা মাঠে দিয়ে দিতে হবে, যাতে তিনি তাঁর ইচ্ছামতো, তাঁর সময়মতো এবং তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী দিতে পারেন"।

"সহজ মার্গ সহজ ও সরল জীবন অতিবাহিত করতে শেখায় .... তোমরা তোমাদের নিজেদের জীবন সরল ভাবে গড়ে তুলতে শেখো,

For the complete audio of this speech please visit http://www.sahajmarg.org/audio/talk/april-30-2010-tiruppur

নিজেদের প্রয়োজন কম করতে শেখো, মনে রেখো বাবুজী মহারাজ সুনিশ্চিত করে বলেছেন যে আমাদের প্রয়োজন চরিতার্থ হবে, তবে জানবে চাহিদার কোন স্থান এখানে নেই"।

রাতে খাবার পর LMOIS এর শিক্ষকদের নৃত্য পরিবেশিত হয় এবং মুম্বাই এর অভ্যাসীদের একটি নাটক, ডঃ জয়ন্তী ও কুমারেশের বাদ্যযন্ত্র পরিবেশিত হয়। এই অধ্যাত্মিক বাতাবরণে সিক্ত অভ্যাসীদের গুরুদেবের সেবা করার ও তাঁর কাজে অংশ নেবার পূর্ণ সুযোগ এনে দেয়।

গুরুদেবের সফর

চেন্নাই

জব্বলপুরে বসন্ত উৎসব শেষ করে ১০ই ফেব্রুয়ারী গুরুদেব চেন্নাই ফিরে আসেন। ফিরে এসেই তিনি লালাজী মেমোরিয়াল ওমেগা আর্ন্তজাতিক স্কুলে (LMOIS) নির্মাণ কাজ পরিদর্শনের জন্য যান। তাঁর মধ্যে এমন এক শিশুসুলভ উৎসাহ প্রতিফলিত হচ্ছিল যে, অভ্যাসীরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল– এত দীর্ঘ সফরের পরও তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন না কেন। এরপর গুরুদেব কিছুদিন প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী গুরুদেব রাশিয়ার অভ্যাসীদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ করেন। তিনি তাদের শাস্ত্র, ধর্মীয় উপাসনা, মন্দির ইত্যাদি বিষয়ে অলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "আমাদের জীবনের লক্ষ্য হল নিজেদের আসল ঘরে ফিরে যাওয়া, আর এর জন্য যে পথ দরকার তাকেই ধর্ম বলা হত। কিন্তু ধর্ম আজ পৃথিবীর মানবকুলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে আর আধ্যাত্মিকতা সকলকে এক করে দেয়"।

ভয় কি করে দূর করা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন , "খ্রীষ্টধর্মে যীশু বলেছেন পূর্ণ প্রেমই সব রকম ভয় দূর করে দিতে পারে। আমাদের মধ্যে পূর্ণ প্রেম নেই, সে তো দূরের কথা, সামান্য প্রেমই আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের আছে আসক্তি, নির্ভরতা আর প্রয়োজন। প্রেম কোথায় ? তাই যেখানে প্রেম অবর্তমান সেখানেই ভয় বিদ্যমান। আমরা সবাই ভাবি আমরা কাউকে ভালোবাসি, কিন্তু আমরা কাউকে প্রকৃত ভালোবাসি না। একমাত্র প্রেম ভয় দূর করে দিতে পারে। তুমি তোমার পিতাকে ভয় পেলে কখনোই তাকে ভালোবাসতে পারো না। তুমি যদি বলো আমি তোমাকে ভালোবাসি তবে তা অবশ্যই পূর্ণ মানের হওয়া উচিত, তা না হলে তা নিছক লোকদেখানো ব্যাপার"।

পরবর্তী কয়েকদিন গুরুদেব অভ্যাসীদের সাথে সাক্ষাৎকারে ব্যস্ত ছিলেন বিশেষতঃ যারা বিদেশ থেকে এসেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি কটেজের বাইরে সবুজ ঘাসে

With abhyasis from Mumbai

২৫ ফেব্রুয়ারী তিনি ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পর কিছু বিবাহ সম্পন্ন করান। মুম্বাই থেকে ৪০০ জন অভ্যাসী গুরুদেবের সঙ্গে থাকার জন্য এখানে আসেন। তিনি তাঁদের যথেষ্ট আপ্যায়ন করেন, ঘন ঘন সিটিং দেন এবং অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবেও সাক্ষাৎ করেন। শনিবারের সন্ধ্যায় বহুশয্যাবিশিষ্ট কক্ষে সকলের সঙ্গে দেখা করেন ও কথা বলেন। যেহেতু তিনি আজকাল সব কেন্দ্রে পরিদর্শন করতে যেতে পারেন না, তাই তিনি দেখা করতে আসা অভ্যাসীদের ধন্যবাদ জানান। তারা আরও আসুন, তিনি এই আশা করেন।

২৮ফেব্রুয়ারী মুম্বাইয়ের অভ্যাসীরা বাবুজী মহারাজের জীবনের উপর এক ছোট নাটিকা পরিবেশন করেন। নাটকে তাঁর জীবনের নানা ঘটনা তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে গুরুদেব কটেজে দেখা করেন এবং বাবুজীর স্মৃতিচারণ করে তাদের সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। বাতাবরণ এত ঐশী মানের হয়ে উঠেছিল যে সকলের মনে হচ্ছিল তারা যেন সাহজাহানপুরে রয়েছেন।

ত্রিচি –

এরপর গুরুদেব ৩০ জন অভ্যাসীসহ ত্রিচি রওনা হন। ত্রিচিতে পৌঁছালে স্থানীয় অভ্যাসীরা তাঁকে স্বাগত জানান। তিনি সোজা শহর থেকে ৮ কিমি দূরে জানকী ফার্মে চলে যান। ৩ মার্চ বুধবার তিনি আশ্রমে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ফিরে এসে তিনি গোশালায় গিয়ে পাঁচটা সদ্যোজাত বাছুরের নামকরণ করেন। নামকরণের সময় তিনি খুবই উৎফুল্ল ছিলেন।

৪ মার্চ গুরুদেব জানকী ফার্মে ধান রোপণ পরিদর্শন করেন। অনেক অভ্যাসী এই ধান রোপণে যোগ দিয়ে সেখানে এক উৎসবের বাতাবরণ গড়ে তোলেন। মাঠে অনেক কাদা, পাঁক থাকা সত্ত্বেও সেখানে উৎসাহের কোন ঘাটতি ছিল না। সমবেত অভ্যাসীদের নিয়ে গুরুদেব সেখানে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সন্ধ্যাবেলা গুরুদেব তাঁর গৃহের বাইরের খোলা জায়গায় বসেন এবং বিদেশ থেকে আগত কিছু অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি সেখানেও সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ৭ মার্চ রবিবার গুরুদেব ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং স্থানীয় অভ্যাসীরাও তাতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁকে বেশ সবল ও উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। এখানে তাঁর থাকার দিনগুলিতে গুরুদেব বেশ কয়েকবার ফার্মের মধ্যে হেঁটে বেড়িয়ে আসেন। তিনি এখানে একান্তে অনেক কাজ সম্পন্ন করেন। ১০ মার্চ গুরুদেব চেন্নাই ফিরে এসে কোলকাতা হয়ে খড়গ্‌পুর যান।

CREST খড়গ্‌পুর –

১২ মার্চ গুরুদেব খড়গ্‌পুর পৌঁছান এবং বিকেল পাঁচটায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ১২ থেকে ১৫ মার্চ খড়গ্‌পুরে নতুন প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে নতুন প্রশিক্ষকদের সহজমার্গের বিভিন্ন দিকের উপর অলোকপাত করা হয়, যা প্রশিক্ষকদের কাজ করার জন্য তাদের সহায়ক হবে।

গুরুদেব এক গাজিবুর উদ্‌ঘাটন করেন এবং সেখানে আরাম করে বসেন আর অভ্যাসীরাও তাঁর চারপাশে বসেন। অভ্যাসীরা ঐ গাজিবুতে যেতে পারে কিনা জানতে চাইলে গুরুদেব বলেন , 'নিশ্চই, এটা সকলের জন্য'। তিনি বলেন স্থানের পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা বজায় রাখা খুবই জরুরী। এরপর গুরুদেব গঙ্গা ও গণেশের মূর্তি স্থাপনের জন্য স্থান চিহ্নিত করেন ও সে বিষয়ে আলোচনা করেন। পরদিন থেকে কাজ শুরু হয়েছিল যাতে গুরুদেব পরবর্তী দিনগুলিতে মূর্তি স্থাপনের কাজে তত্ত্বাবধান করতে পারেন।

১৫–২১ মার্চ ইরান থেকে আগত অভ্যাসীদের জন্য এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। গুরুদেবের সঙ্গে কিছুদেন অতিবাহিত করার জন্য

ইরানের অভ্যাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

অধিকাংশ সৎসঙ্গ গুরুদেব নিজে পরিচালনা করেন এবং অভিনব 'সালাম' ভঙ্গীতে ধ্যানকক্ষে হেঁটে প্রবেশ করেন। ইরানীরাও প্রত্যুত্তরে উৎসাহ সম্পৃক্ত 'সালাম' জানায় তাঁকে। ইরানের অভ্যাসীদের জন্য নানা অনুষ্ঠান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিলযেমন যুবকদের সিটিং, ইরানের ৩০ জন প্রশিক্ষকদের মিটিং, যাতে গুরুদেব স্বয়ং উপস্থিত থেকে নানা প্রশ্নের উত্তর দেন, রোজকার সাধনার বিষয়ে অনেক আলোকপাত, এ ছাড়াও কিছু বিষয়ের উপর আলোচনা চলে যেমন স্ত্রীর ভূমিকা, দশ–সূত্র, নৈতিকতা এবং চরিত্র নির্মাণ, VBSE ইত্যাদি। গুরুদেব ইরানের জন্য নতুন ৫ জন প্রশিক্ষক তৈরী করেন। পুরো সপ্তাহের শেষে প্রত্যেকে গুরুদেবের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেবার সুযোগ পান।

গুরুদেবের সঙ্গে ইরানের অভ্যাসীদের এই পরিদর্শন সফর ইরানের নতুন বছর উদ্‌যাপনের সুযোগ একই সঙ্গে হয়ে যায়। চাহর–সানবে–সুরি নামক উৎসব নৌরুজের আগের দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। তিন জায়গায় ছোট আগুন জ্বালিয়ে তা গান ও বাদ্যের তালে তালে সকলে অতিক্রম করে। গুরুদেব গলফ্ কার্টে এসে ঐ উৎসবের সাক্ষী থাকেন।

২০ মার্চ– নৌরুজ অর্থাৎ ইরানের নতুন বছর। পরম্পরাগত প্রথামত খাবার টেবিল সাজানো হয়েছিল, টেবিলের উপরে রাখা প্রতিটি জিনিসের মাহাত্ম্য গুরুদেবের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়। ছোট্ট গান বাজনার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে ইরানীদের তৈরী রাতের খাবার পরিবেশিত হয় যা গুরুদেব ও সেখানে সমবেত সকলে খুব উপভোগ করেন। রাত সাড়ে দশটায় হঠাৎ সৎসঙ্গের ঘোষণা ইরানী নতুন বছর উদ্‌যাপনকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করে তোলে।

১৭ মার্চ গুরুদেব গঙ্গা ও গণেশের মূর্তি স্থাপন কার্য পর্যবেক্ষণ করেন। ২১ মার্চ তিনি কোলকাতা ফিরে গিয়ে ভ্রাঃ অজয় ভট্টরের বাড়িতে থাকেন। যাবার প্রাক্কালে উপস্থিত অশ্রুসিক্ত অভ্যাসীদের ছেড়ে যান। ২৪ মার্চ তিনি চেন্নাই ফিরে যান। ইরানের অভ্যাসীরা অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের প্রেম নিবেদন করেন আর প্রিয়তম গুরুদেবের সান্নিধ্য সুধায় হৃদয় ভরে নেন।

কর্ণাটকে সমাবেশ

চেন্নাই ফিরে আসার পর গুরুদেবের শরীর তেমন ভালো ছিল না, তাই কটেজে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হয় নি। আশ্রমে যে সকল অভ্যাসীরা ছিলেন তারা একমাত্র রবিবারের সৎসঙ্গে তাঁকে দেখতে পান। ২–৪ এপ্রিল প্রায় ৩০০০ কর্ণাটক অভ্যাসী আশ্রমে সমবেত হন। গুরুদেব তিনদিনে পাঁচটি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং অভ্যাসীদের হৃদয় পরিপূর্ণ করে দেন।

মানাপাক্কামে নতুন আশ্রম তদারকি কমিটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার অনেক পরিকল্পনা হাতে নেয়। ২৫০ জন অত্যুৎসাহী স্বেচ্ছাসেবী প্রখর রোদে আশ্রমে জমে থাকা জঞ্জাল স্তূপ পরিষ্কার করেন। বিশেষ করে আমবাগান, জৈবসার তৈরীর এলাকা, ক্যান্টিন, পার্কিং এর স্থান সব জঞ্জাল মুক্ত করে। তাদের এই কাজ নিঃসন্দেহে খুব কষ্টসাধ্য ছিল কিন্তু কাজ করার সময় তারা গুরুদেবের উপস্থিতি উপলব্ধি করে।

৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গুরুদেব তাঁর কুটিরে টিভিতে দেখেন। অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে পরে সাক্ষাৎ করে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। শিশুরা ম্যাজিক ও বিজ্ঞানের নানা নিরীক্ষামূলক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে VBSE কার্যক্রম তুলে ধরে।

৪ এপ্রিল সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ দুরাইস্বামী তাঁর কিছু অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এরপর গুরুদেব আঞ্চলিক ভাষাগত বিভেদের ঊর্দ্ধে ওঠার প্রয়োজন ব্যক্ত করেন। ১৬ এপ্রিল গুরুদেব কোয়েম্বাটোর হয়ে তিরুপ্পুর পৌঁছান। আগামী ৩০ এপ্রিল বাবুজী মহারাজের জন্মদিন উপলক্ষ্যে গুরুদেব ২৯ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত তিরুপ্পুরে থাকবেন।

নতুন প্রকাশনা

হার্ট স্পিক ২০০৯

এই বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল। এতে গুরুদেবের ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ কালীন প্রদত্ত মূল্যবাণ ভাষণ স্থান পেয়েছে।

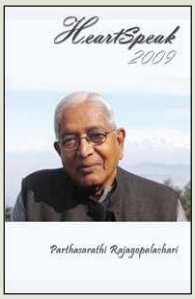

তামিল ভাষায় বক্তৃতার MP3 সংগ্রহ

তামিলনাড়ুর মাদুরাই, তিরুপ্পুর, ত্রিচি, চেন্নাইতে প্রদত্ত গুরুদেবের ভাষণের এক সংকলন প্রকাশ পেল। দ্বিতীয় বারের এই প্রকাশনায় প্রায় তিন দশকের প্রদত্ত ভাষণ স্থান পেয়েছে। চার ঘন্টার এই রেকর্ডিংএ গুরুদেবের সঙ্গে বাস্তব জীবনের অনেক প্রশ্নের উত্তর সংগৃহীত হয়েছে।

ফটো প্রকাশনা

বাবুজীর প্রতিকৃতি সংগ্রহ

বাবুজীর প্রচ্ছদ সম্বলিত এই অ্যালবাম প্রকাশিত হতে চলেছে। বিশেষ ধরণের কালো বোর্ডের উপর এই প্রতিকৃতি এই সংকলনে স্থান পাবে।

প্রতিকৃতি

বাবুজীর ২০ টি ছবি ও গুরুদেবের ছবিসহ এক সংগ্রহ প্রকাশিত হতে চলেছে।

সংগ্রহশালার মুদ্রণ

বাবুজী ও গুরুদেবের কিছু ছবি পছন্দ মত ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

Reality At Dawn (Kannada - Reprint)

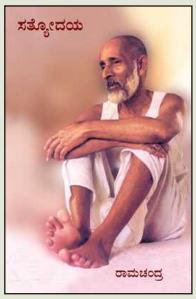

Daily Reflections (Chinese)

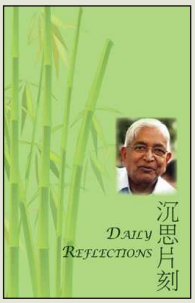

Principles of Sahaj Marg - Vol. I

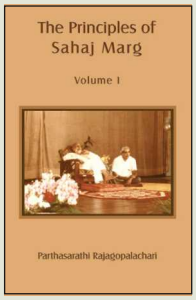

Role of Master in Human Evolution (Tamil)

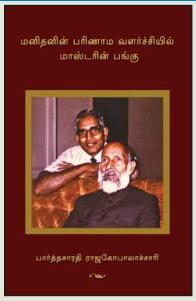

Commentary on Ten Maxims (Marathi)

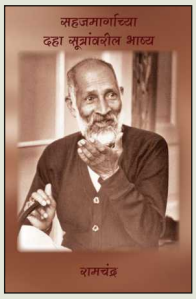

Priyatam se Priyatam tak ka Safar - Bhaag 2

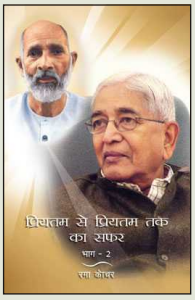

ধারওয়াড়ে VBSE কার্যক্রম

২৭ মার্চ, ধারওয়াড়ে SDM কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে VBSE কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ আশা ও ডঃ মাধুরী এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই নিয়ে দ্বিতীয় কার্যক্রম এখানে অনুষ্ঠিত হল।

SDM কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীমতি সাধনা গত ২০০৯ সালে আগস্ট মাসে হুবলিতে VBSE কার্যক্রম দেখে এই অনুষ্ঠান করার জন্য অনুরোধ করেন।

মূল্যবোধ অর্জনের তিনটি পন্থা এবং মন নিয়ন্ত্রণের বিষয় এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়। শ্রোতাদের প্রশ্নের ধরণ দেখে তাদের আগ্রহের গভীরতা অনায়াসে অনুধাবন করা গিয়েছিল। তাদের মতে এই ধরণের আরও অনুষ্ঠান তাদের স্কুলে পরিচালনা করা দরকার।

স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ, কাঁকিনাড়া

১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারী অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়ায় দুদিনের আঞ্চলিক স্তরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ZIC ভ্রাঃ কে. মধুর পরিকল্পনা ও CIC ভ্রাঃ কসূরী যদুসূর্যর কার্য্য পরিকল্পনা এখানে উল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবীদের কেন্দ্রের বিভিন্ন কাজে আরও বেশী নিয়োজিত করা। এর ফলে আমাদের মিশনের উদ্দেশ্য সকলের কাছে পৌঁছে দিতে আরও সুবিধা হবে। দুদিনের কার্যসূচীর মধ্যে ছিল – VBSE প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মুক্ত আলোচনা চক্র আয়োজন করা, ঘরে ঘরে সমাবেশ ইত্যাদি। শিশুদের নানা কার্যসূচী – যেমন অঙ্কন, বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু প্রক্রিয়া, নেতৃত্ব প্রদান ও খেলাধূলার এক তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। ১৫০ জনেরও অধিক অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বেতার সম্প্রসারণ

১৭ এপ্রিল টুম্‌কুরের বেতার 'সিদ্ধার্থ' – সহজমার্গ সম্পর্কে আরও বেশী তথ্য জানার জন্য এক সাক্ষাৎকারের আয়োজন করে । ব্যাঙ্গালোরের ডঃ বসন্ত কুমারী কানাড়া ভাষায় প্রায় ৪০ মিনিট নানা প্রশ্নের উত্তর দেন । প্রশ্নের বিষয় ছিল – সহজ মার্গ কিভাবে ব্যক্তিগত সুফল এনে দেয়, আত্মিক পরিবর্তনের জন্য ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা, অস্তিত্বের ভারসাম্যতা, সহজ মার্গের প্রকৃত লক্ষ্য ও গুরুর ভূমিকা । বেতার কেন্দ্র 'সিদ্ধার্থ' SSIT কলেজের FM চ্যানেল যা জনহিতার্থে প্রচারকার্য পরিবেশন করে – প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ।

নতুন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

১২ থেকে ১৪ মার্চ – নতুন প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ শিবিরের দ্বিতীয় অধিবেশন খড়্‌গ্‌পুরের CREST এ অনুষ্ঠিত হল । দলগত আলোচনার মাধ্যমে রোজকার কার্যক্রম সকাল ৬টায় শুরু হত, এরপর সৎসঙ্গ ও প্রাতঃরাশ । সকাল ৯টায় হুইস্‌পার থেকে নির্বাচিত অধ্যায় পাঠ ও আলোচনা, তারপর বক্তৃতা । মধ্যাহ্নভোজের পর বিশ্রাম, তারপর আবার অংশগ্রহণকারীরা নানা বিষয়ে আলোচনার জন্য সমবেত হতেন । আলোচনার বিষয় ছিল – ইতিবাচক চিন্তা, অন্তরের নির্দেশ অনুসরণ করা এবং পরামর্শ নেওয়া ও উপদেশ নেওয়া পরিহার করার প্রয়োজন।

এই দ্বিতীয়বারের প্রশিক্ষণ কার্যসূচীর বিশেষত্ব ছিল ছ'জন বক্তার মধ্যে চারজন ছিলেন পাশ্চাত্য দেশ থেকে আগত – যাঁরা বাবুজীর সময় অর্থাৎ ১৯৭০ সাল নাগাদ সহজ মার্গে যোগ দেন । জার্মানীর ডোরিট্ ভার্ণিং বলেন – 'সহজ মার্গ হল জীবন নির্বাহের এক পথ'। 'প্রশিক্ষকের কাজ' এর উপর আলমোড়ার ভ্রাঃ ভূপেন্দ্র চুপল ভাষণ দেন । দ্বিতীয় দিনে ভ্রাঃ অজয় ভট্টর 'প্রশিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্বের' উপর বক্তব্য রাখেন । ইটালীর ফুট্‌নো রুশোর বিষয় ছিল 'শ্রদ্ধার মানসিকতা' । তৃতীয় দিন মুনিকের ওটো রেইচেনিদার 'প্রেম ও সমর্পণের মানসিকতা'র উপর ভাষণ দেন । কানাডার ক্রিস্টিন প্রিন্সল্যা তাঁর ভাষণে বলেন, 'প্রশিক্ষক হিসাবে আমি কি শিখেছি' এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাবুজী মহারাজের সঙ্গে তাঁর কিছু কথোপকথন ও গল্পের অবতারণা করেন । সবশেষে অনুষ্ঠান পরিচালক ভ্রাঃ এন্. প্রকাশ তাঁর ভাষণে জোর দিয়ে বলেন, 'তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর মত হও' । তাঁর ভাষণে গত তিনদিনের সব বক্তব্যের সার নিহিত ছিল । ভবিষ্যতের প্রশিক্ষণ কার্যসূচী ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনিষ্ঠিত হবে ।

সন্ত্রাসবাদকে অনুধাবন করা ও প্রত্যুত্তর দেওয়া

ঐ বিষয়ক এক আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণের জন্য গুরুদেব মিশনের যুগ্ম সম্পাদক ভ্রাঃ এ পি দুরাই ও কর্ণাটকের ZIC ভ্রাঃ শরৎ হেগড়েকে মনোনীত করেন । গত ২১– ২৪ ফেব্রুয়ারী ব্যাঙ্গালোরের ইকুমিনিক্যাল ক্রীশ্চান সেন্টার (ECC) এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করে । ভারতের নানা প্রান্ত থেকে ও নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে প্রতিনিধিদের আহ্বান জানায় এই বিষয়ে অলোকপাত করার জন্য ।

উদ্বোধনী ভাষণে ECC এর নির্দেশক ডঃ মানি চাকের বিশ্বজনীন নৈতিকতার প্রয়োজনের উল্লেখ করেন এবং ধর্মীয় গণ্ডীর ঊর্দ্ধে যেতে বলেন । ICSA এর নির্দেশক ডঃ মসেস মনোহর এই সমস্যাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার কথা বলেন এবং সরকারকে আরও অধিক সংবেদনশীল হওয়ার আবেদন জানান এবং এক্ষেত্রে ধর্মীয় সংগঠন গুলিকেও জনমানসে সচেতনতা আনতে সহায়তা করতে বলেন । ভ্রাঃ দুরাই তাঁর বক্তব্যে ধর্মের ঊর্দ্ধে গিয়ে আধ্যাত্মিকতায় স্থিত হওয়ার প্রয়োজনের উপর আলোকপাত করেন এবং ব্যক্তিগত আত্মিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে সার্বিক সামাজিক পরিবর্তন আনা কিভাবে সম্ভব তা উল্লেখ করেন ।

সমগ্র অনুষ্ঠান খুবই মনোগ্রাহী ছিল তবে কোনো একজনের ধর্মীয় চেতনার গভীরতার বিষয়ে বেশ চর্চা হতে থাকে ।

ভগিনীদের জন্য কর্মশালা

২১ মার্চ ইন্দোর কেন্দ্র ভগিনীদের এক কর্মশালার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় ছিল, 'ভগিনীদের নানা ভূমিকার মধ্যে সাধনায় ভারসাম্যতা নিয়ে আসা'। ইন্দোর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার কেন্দ্র থেকে প্রায় ১০০ জন ভগিনী এই কর্মশালায় যোগ দেয়। ভগিনী বিজয়া দেশপাণ্ডে বলেন যদিও আমরা নারী, পুরুষ একই সাধনায় ব্রতী এবং একই পরাত্মায় লীন হতে প্রয়াসী তবুও আমাদের দুই বিপরীত লিঙ্গ এই পৃথিবীতে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ। আমাদের বোঝা উচিত কি করে আমাদের প্রিয়তম গুরুদেব একই জিনিস নানাভাবে করতে শেখাতে চাইছেন। একজন নারী গৃহিণী, শিক্ষক, ডাক্তার ও ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে সাধনা করা সম্ভব সেই অভিজ্ঞতা তারা ব্যক্ত করেন।

কর্মশালার দ্বিতীয়ভাগে এক আলোচনায় বলা হয়, সাধনা সংক্রান্ত কোনও বিশেষ সমস্যা কারও থাকলে তা উল্লেখ করতে বলা হয়। ভ্রাতৃপ্রতিম অভ্যাসীরা সেদিন রান্নাঘর সহ অন্যান্য কাজকর্ম করে সহযোগিতা করে।

প্রকাশনা বিভাগের বার্তা

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু অভ্যাসী গুরুদেবের কথাবার্তা ইমেইল যোগে একে অপরের কাছে পাঠাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা গুরুদেবের মূল বক্তব্যের সঙ্গে মিল থাকছে না ফলে তা আমাদের সংগঠনের ক্ষেত্রে বিপদের কারণ হতে পারে।

তাই এ হেন প্রচার করার কোনও অনুমতি দেওয়া হয় নাই বা অবৈধ। সব অভ্যাসীদের অনুরোধ করা হচ্ছে এ হেন কাজ থেকে বিরত থাকতে। ভবিষ্যতে এ হেন ক্রিয়াকলাপ নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে publications.print@srcm.org এ জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

গুরুদেবের ভাষণ মিশনের ওয়েবসাইটে (www.sahajmarg.org) নিয়মিতভাবে পাওয়া যাবে। এই সুবিধা সকলের জন্য সহজলভ্য হবে।

অতীতের গহনে এক পলক

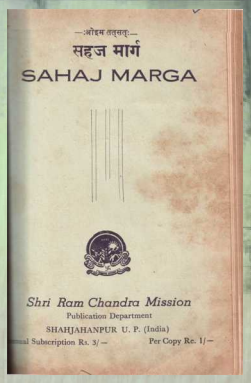

১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সালে বাবুজী মহারাজ ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ১৯৬৪–৬৫ সালে তাঁর ভ্রমণসূচী সহজমার্গ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ভ্রমণসূচীর মধ্যে যে সব স্থান ছিল তা হল দিল্লী, বিজয়ওয়াড়া, হায়দ্রাবাদ, বিদার, সেদাম, গুলবার্গা, বিজাপুর, হাসান, মাইসোর, ব্যাঙ্গালোর, তিরুভানামালাই, ত্রিচি, তিরুপতি, কাডাপ্পা, চেন্নাই, ভোপাল, ওরাই ও লক্ষ্ণৌ। এই সব স্থান ভ্রমণের সময় তিনি অনেক বার্তা প্রদান করেন যার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

সেপ্টেম্বর ১৯৬০

"আধ্যাত্মিকতায় সবচেয়ে আবশ্যক হল সংযম। এই শব্দটির গভীরতা অনেক। এ শুধু আমাদের জীবনের বাহ্যিক দিকের সঙ্গে যুক্ত নয়, যাতে তা অপরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় বরং এ আমাদের দৈহিক ও মানসিক কাজকর্মের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে যুক্ত"।

Source: 'Messages Universal', 'Message of My Master

মার্চ ১৯৬৪, হোলি উৎসবে বাবুজীর বার্তা

"লক্ষ্যের জন্য যে পাগল প্রাণ, একমাত্র তার পক্ষেই লক্ষ্যপ্রাপ্তি সম্ভব। এটাই একমাত্র পথ আর যে সেই পথের পথিক তার সফলতা সুনিশ্চিত। কিন্তু তার জন্য তোমার হৃদয়ে 'যন্ত্রণার' সৃষ্টি করতে হবে। ব্যথা যখন আছে তখন তার নিরাময়ও আছে। সব সাধনার অর্থ ও লক্ষ্য হল একই।"

"যা কিছু ঘটে তা ঈশ্বরের ইচ্ছায়। সমস্যা তখনই হয় যখন সেসবকে আমরা আমাদের কাজ ও ইচ্ছার সঙ্গে জুড়ে দিই এবং এসব আমাদেরই কৃত কর্মের ফল। আমরা অহেতুক আনন্দে উদ্বেলিত হই আবার ব্যর্থতায় নিরাশ হয়ে যাই। এসবই আমাদের বন্ধনের প্রকৃত কারণ। এ হেন অহং এর অনুপস্থিতিতেই একমাত্র প্রকৃত স্বত্ত্বার প্রস্ফুরণ ঘটে। কিভাবে তা লাভ করা যায়? একমাত্র ঐ ঐশী শক্তির সঙ্গে যুক্ত করে। এই কাজ করার পর আমরা ধাপে ধাপে এগোতে থাকি যতক্ষণ না তাঁর কাছাকাছি আসি।"

"আমার কাছে কেউ বসলে কিছু সময়ের জন্য তার মনে শান্তি বিরাজ করবে। আমার কাছে অবশ্যই এটা একটা বিষয় যে আমি তাকে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য আরাম দিতে পারি। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। হয়তো এমনও কেউ আছে যে আমার সান্নিধ্য পেতে চায় নিছক পরিচিত বা বন্ধুত্বের খাতিরে কিন্তু ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য নয়। তবে হ্যাঁ, এও আমার জন্য সামান্য নয় কারণ যখন দেখি কেউ আমাকে ভালোবাসে তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। কিন্তু যখন অন্য অনেক কিছু ভালোবাসার রয়েছে তখন কেউ একজন আমার কাছে আসবে কেন। একমাত্র একজন যে নিজেকে হারাতে পেরেছে এবং তার সর্বস্ব একেবারে লুপ্ত করতে চায় সেই আমার কাছে আসতে তৎপর হবে। আমার মনের প্রবৃত্তি এক অ ূত মানের। নিজের ক্ষুদ্র 'স্ব' সম্পূর্ণ হারিয়ে আমি চাই অন্যেরা আমাকে খুঁজে বের করুক।"

Source: 'Sahaj Marga' Patrika, July 1964.

প্রবন্ধ রচনা ২০০৯
প্রশংসাপত্র বিতরণ

গত ১২ আগষ্ট ২০০৯ আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে শ্রীরামচন্দ্র মিশন ইউনাইটেড নেশনস এর ভারত ও ভূটান তথ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বভারতীয় প্রবন্ধ লেখার আয়োজন করে। এতে বিপুল সাড়া পাওয়া যায় এবং গুরুদেবের বার্তা অংশগ্রহণকারী শিশু ও তাদের অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

এই পর্বতপ্রমাণ প্রবন্ধ পড়ে তা থেকে যোগ্য মানের প্রবন্ধ নির্ণয় করা এক দুরূহ কাজ ছিল। স্বেচ্ছাসেবীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্কুলস্তরে বিজেতাদের চিহ্নিত করে। মূল কেন্দ্রগুলিতে ছাত্রদের মধ্যে প্রশংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান দেশব্যপী অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সুযোগে কেন্দ্রগুলি ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে মিশনের দর্শন ও উদ্দেশ্য তুলে ধরার চেষ্টা করে।

অভিভাবক ও শিক্ষকরা শিশুদের মধ্যে এভাবে মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার পদক্ষেপের জন্য খুবই মুগ্ধ। অনেকে সহজ মার্গ পদ্ধতি বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন ও আরও বিশদ জানতে চান ও কেউ কেউ মিশনে যোগ দিতে চান। এই আয়োজন অনেক অভ্যাসীকে মিশনের কাজে নিয়োজিত হতে সুযোগ প্রদান করে।

ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রশংসাপত্র বিতরণের সংক্ষিপ্ত খবর নীচে পেশ করা হল:

পাট্টাম্বি, কেরল

২১ ফেব্রুয়ারী ৩২ জন ছাত্রকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। ভ্রাঃ কৃষ্ণান ভি এ, ভ্রাঃ শশীকুমার কে পি, ভ্রাঃ নারায়ণ উপস্থিত অতিথিদের সামনে বক্তব্য রাখেন। ছাত্ররা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে, রচনার বিষয় একদিকে যেমন নতুন, অন্যদিকে আকর্ষনীয় ও বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত।

আমেদাবাদ

প্রায় ১৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৮৫০০ ছাত্রছাত্রী প্রবন্ধ রচনায় অংশ নেয়। মোট ছ'জন আঞ্চলিক স্তরে বিজেতার সম্মান লাভ করে। কেন্দ্রের একজন বয়ঃজ্যেষ্ঠ অভ্যাসী ২৮ ফেব্রুয়ারী আদালজ যোগাশ্রমে ছাত্রদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেন। শিক্ষক, অভিভাবক সহ ১২০০ আমন্ত্রিত অতিথি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মোরাদাবাদ

৮৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৬৭০০–র বেশী ছাত্রছাত্রী এই প্রবন্ধ রচনায় অংশগ্রহণ করেন। ভ্রাঃ শরণ কুমার (CIC) ও ভঃ ছবি অভ্যাগতদের সামনে বক্তব্য রাখেন। বিজেতাদের শংসাপত্র এবং স্কুল, কলেজকে স্বীকৃতিপত্র প্রদান করা হয়। শ্রী রাম মূর্তি (মুখ্য উন্নয়ন অধিকর্তা) প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং মিশনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অভেদনপুরা, উত্তরপ্রদেশ

২১ ফেব্রুয়ারী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ থেকে

১৮০ জন ছাত্রছাত্রী, ২২০ জন অভিভাবক, শিক্ষক, অধ্যক্ষ উপস্থিত থাকেন। প্রবন্ধ রচনার সুফলের উপর অভ্যাগতদের সামনে বক্তব্য পেশ করা হয়। তারপর প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়।

কোলাপুর, মহারাষ্ট্র

১৮ ফেব্রুয়ারী এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ৭৫টি স্কুল ও ৬টি কলেজ থেকে ৩৫০০ প্রবন্ধ সংগ্রহ করা হয়। মহারাষ্ট্রের ZIC ভ্রাঃ সুভাষ বৈদ্য অনিষ্ঠানে ভাষণ দেন।

ঔরঙ্গাবাদ, মহারাষ্ট্র

বিজয়ী ছাত্র ও তাদের অভিভাবক, শিক্ষকদের উপস্থিতিতে গত ২৭ ফেব্রুয়ারী প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়।

নাগপুর, মহারাষ্ট্র

২৪টি স্কুল থেকে ১০০০ জন ছাত্রছাত্রী প্রবন্ধ রচনায় অংশ নেয়। গত ৭ মার্চ গান্ধীনগর আশ্রমে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ

২১ ফেব্রুয়ারী প্রায় ২৪টি কেন্দ্র মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। স্বেচ্ছাসেবীরা প্রত্যেক স্কুল ও এমন কি ছাত্রদের বাড়িতে গিয়ে তাদের অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানায়। ফলে এই আহ্বান বিপুল সাড়া জাগায়, এমনকি ছোট কেন্দ্রেও প্রচুর অতিথি সমাগম ঘটে। প্রায় ৩০০০ থেকে ৩৫০০ অথিতিকে সহজমার্গ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

পুণে, মহারাষ্ট্র

নানদিদ্ আশ্রমের অনুষ্ঠানে ভঃ রুপালী বলেন, আমরা সাধারণতঃ নেতিবাচক চিন্তা বেশী করি এবং এর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। আমরা চাই তরুণ মন তাদের অন্তরের দিকে তাকাতে শিখুক এবং তাদের প্রকৃত 'স্ব' দিয়ে বহির্জগত পরিচালনা করুক; কারণ অন্তরের জগতই আমাদের বাইরের জগত সৃষ্টি করে। ভ্রাঃ কৌস্তভ প্রবন্ধ রচনা সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করেন আর মুখ্য অতিথি ভ্রাঃ শুক্লা তাঁর ভাষণে বলেন, 'সহজ মার্গ পদ্ধতি হল মনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি'। এরপর ছাত্রদের প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। অন্ধ স্কুলের ছাত্ররা যারপরনাই প্রশংসা করে।

ব্যাঙ্গালোর

২১ ফেব্রুয়ারী বনশংকরী আশ্রমে এই অঞ্চলের প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। প্রতিটি বিভাগের প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র–ছাত্রীদের তাদের রচনা পাঠ করে শোনাতে বলা হয়। প্রত্যেকের চিন্তায় এক গভীর আত্মবিশ্বাসের চিত্র সকলের চোখে ধরা পড়ে। কিছু বিজ্ঞান ভিত্তিক নিরীক্ষামূলক উদাহারণের মাধ্যমে মূল্যবোধ কিভাবে শেখা যায় তা সুন্দরভাবে কিছু তরুণ অভ্যাসী

উপস্থাপন করেন, যা উপস্থিত অভ্যাগতদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। গুরুদেবের ছোট একটা ভিডিওর মাধ্যমে ডঃ মাধুরী ভেঙ্কট সহজ মার্গের লক্ষ্য কি তা পরিবেশন করেন।

ভাবনগর, গুজরাট

সিলভার বেল ধ্যানকক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রবন্ধ সহায়িকা ডঃ ভ্রুসিকা ভাবনগর কেন্দ্রের পরিসংখ্যান পেশ করেন। ভ্রাঃ বিনয় ও ভ্রাঃ ধরমেশভাই (CIC) আমন্ত্রিতদের সামনে ভাষণ দেন।

ভুজ

২৫০ জন অতিথির উপস্থিতিতে গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ভূজের সহযোগ হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৩২টি স্কুলের বিজেতা, অভিভাবক ও অধ্যক্ষদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শ্রী মহেন্দ্র সিং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। CIC ডঃ চৌহান এবং প্রবন্ধ সহায়ক ভ্রাঃ গোপী ত্রিবেদী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।

ঠিক একই রকমভাবে গান্ধীধাম কেন্দ্রে আনজারের MLA প্রধান অতিথি এবং গান্ধীধাম পৌরসভার সভাপতি সম্মানীয় অতিথির আসন গ্রহণ করেন। প্রায় ১৮০ জন অভ্যাগত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চন্ডীগড়

এই বছর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, চণ্ডীগড়, পাঁচকুলা এবং মোহলী থেকে ১৬টি স্কুল ও ৪টি কলেজ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। আঞ্চলিক স্তরে বিজেতাদের সম্মান জ্ঞাপন করার জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে ডঃ কানন সচদেব, ডঃ সুদর্শন ভাষণ দেন। ২৭ জন আঞ্চলিক স্তরের বিজেতাদের হাতে ZIC ভ্রাঃ মেঃ জেঃ হরভজন সিং পুরস্কার তুলে দেন।

লুধিয়ানা

আঞ্চলিক স্তরের ৮ জন ও জেলা স্তরের ৪০ জন বিজেতাকে সম্মানিত করার জন্য ১১ এপ্রিল পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যাকব হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আঞ্চলিক স্তরের বিজেতাদের শংসাপত্র ও একটা বই পুরস্কার দেওয়া হয়, অন্যান্যদের 'আমার গুরুদেব' বই পুরস্কার দেওয়া হয়। সেন্ট্ থমাস স্কুলকে শ্রেষ্ঠ অংশগ্রহণকারীর সম্মান দেওয়া হয়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ এম এ জাহির, ডঃ প্রেম কুমার ও ZIC ভ্রাঃ মেঃ জেঃ হরভজন সিং মুখ্য অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

পানিপথ

এই কেন্দ্রের ৩৫ জন বিজেতাকে সম্মান জানানোর জন্য ৪ এপ্রিল পানিপথ শোধনাগার অফিসার ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কোয়েম্বাটোর

নাচিপালায়াম আশ্রমে ৬০ টি স্কুলের ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রী তাদের অভিভাবক সহ ২২ ফেব্রুয়ারী এই অনুষ্ঠানে সমবেত হয়। CIC ভ্রাঃ কে আর বিশ্বনাথন অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। এরপর ভ্রাঃ টি এস মনিয়াম ও ডঃ ঈশ্বরী ভাষণ দেন ও ভ্রাঃ ভেঙ্কটরমণ বিজেতাদের হতে বই ও প্রশংসাপত্র তুলে দেন। চারজন আঞ্চলিক বিজেতাকে শংসাপত্র ও 'আমার গুরুদেব' বইটি তুলে দেওয়া হয়। চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি পত্র দেওয়া হয়।

গুয়াহাটি

৪ এপ্রিল ভ্রাঃ সিদ্ধেশ্বর পান্ডে ৯০ জন বিজেতাকে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। প্রত্যেক স্কুলের প্রতি বিভাগ অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ দুটি রচনার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। অভ্যাগতদের সামনে ভ্রাঃ অশোক সেনগুপ্ত মিশনের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

হুবলি, কর্ণাটক

হুবলি ও ধারওয়াদে স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে প্রবল উৎসাহ ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি শ্রী বিষ্ণু ভাস্কর ভাট আজকের সমাজে এ হেন চর্চার গুরুত্ব ব্যক্ত করেন। এ হেন মিশন যে বিনা প্রচারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তা তাঁর জানা ছিল না। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী সারাংমথ বলেন খুব কম সংস্থা আছে যারা যা শেখায় তাই করে দেখায়। SRCM এক দৃষ্টান্ত তারা যা শেখায় তাই করে দেখায়। ৭০ জন বিজেতাকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। শিশু ও যুবকদের পরিবেশিত ছোট্ট নাটিকা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

লখ্‌নৌ

প্রায় ১৮০ টি স্কুল কলেজের বিজেতাদের মধ্যে ভ্রাঃ উমাশঙ্কর বাজপেয়ী পুরস্কার বিতরণ করেন। ZIC ভ্রাঃ শ্যামজী মেহরোত্রা বক্তব্য রাখেন।

তেজপুর বিজেতা, অভিভাবক ও শিক্ষকসহ প্রায় ২০০ জন অতিথির উপস্থিতিতে ১১ এপ্রিল শংসাপত্র বিতরণ করা হয়। কিছু উৎসাহী ব্যক্তি সাধনা শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মিশনের প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

থ্রিসুর, কেরল

২৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার থ্রিসুর যোগাশ্রমে CIC ভ্রাঃ টি পি নারায়নন বিজেতা, অভিভাবক ও শিক্ষিকাদের স্বাগত জানান। ৩১ টি স্কুল থেকে প্রায় ৮০০ ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশ নেয়। কেরালায় SMRTI এর কো-অর্ডিনেটর ভ্রাঃ এ মাধবন বক্তব্য পেশ করেন। ZIC ভ্রাঃ কে ইউ মোহন বিজেতাদের হাতে শংসাপত্র ও মানপত্র তুলে দেন।

বরোদা

বরোদা হাইস্কুলে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০ জন অতিথির সমাগম হয়। ডঃ পুনম বাব্বের, ডঃ সুরেন্দ্র আগরওয়াল, ডঃ প্রভা শর্মা, ভ্রাঃ হিরেন শাহ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। অতিথিদের মধ্যে অনেকে সহজমার্গে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

মোরাদাবাদ

৭ মার্চ মোরাদাবাদ কেন্দ্রে প্রথম স্তরের ATP অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ সুধাংশু ৩০ জন অভ্যাসীর মধ্যে উপস্থাপনা পেশ করেন এবং অভ্যাসীরা গুরুদেব ও বাবুজীর বিরল রেকর্ডিং শুনতে ও দেখতে পেয়ে মুগ্ধ। তাদের মতে এ হেন প্রশিক্ষণ নতুন অভ্যাসীদের জন্য খুবই ফলপ্রসূ এবং তাদের কাছে সহজ মার্গ পদ্ধতি আরও পরিষ্কার হয়ে গেল।

নানৌতা

২৪ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে গত ৪ এপ্রিল ভ্রাঃ রাজীব কুমার প্রথম স্তরের ATP পরিচালনা করেন।

শ্রীভিল্লীপুথুর

বিরুদ্ধনগরের এই কেন্দ্রে ভঃ বি পনুথাই এবং ভ্রাঃ ভি বালাসুব্রমনিয়ান গত ৭ মার্চ ATP পরিচালনা করেন। শ্রীভিল্লীপুথুর, রাজাপালায়াম, থিরুথাঙ্গাল এবং শিবকাশী কেন্দ্রের প্রায় ২৫ জন অভ্যাসী এই প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। অভ্যাসীদের মতে এই কার্যক্রম শুধু নতুন নয় এমনকি পুরানো অভ্যাসীদের জন্যও ফলদায়ী।

কুরনোল

২৩ জন নতুন অভ্যাসীর মধ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ATP অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন অনেক বিষয় মত বিনিময়ের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায়। সাধনার মূল বিষয়গুলি নিয়ে গুরুদেবের রেকর্ডিং থেকে এক স্পষ্ট ধারণা প্রতীয়মান হয়।

বেলারী

ভ্রাঃ সুধাকরের বেলারীর বাড়িতে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী এক ATP অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ জন অভ্যাসী এতে উপস্থিত ছিলেন। কানাড়া ভাষায় অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। ভ্রাঃ নিজলিঙ্গাপ্পা, ভ্রাঃ প্রহ্লাদ পাকনিকর, ভ্রাঃ রাজু কাশামপুরকর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অভ্যাসীরা এই কার্যক্রমে খুব উপকৃত হয় এবং এই ধরণের অনুষ্ঠান প্রায়ই হওয়া উচিত এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সিক্কা

জামনগরের অদূরে সিক্কাতে নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। প্রায় ৬০ জন অভ্যাসী সেখানে আছেন। ১১ এপ্রিল আমেদাবাদের ভ্রাঃ অঙ্কিত ব্যাস প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। ভ্রাঃ অঙ্কিত হিন্দীতে স্লাইডগুলি ব্যাখা করেন। যখনই গুরুদেবের কথার রেকর্ডিং চালান হয় তখনই সকলে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করে।

রাজনন্দগাঁও

৫৪ জন ভাই বোনের মধ্যে গত ২৮ মার্চ ভ্রাঃ দীপক ত্যাগী ও ভ্রাঃ বিজয় আইয়ার হিন্দীতে ATP পরিচালনা করেন। সার্বিক উপস্থাপনায় অভ্যাসীরা খুশী এবং এই প্রথম তারা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে। তাদের নানা প্রশ্নের উত্তর মৌখিক অথবা গুরুদেবের রেকডিং থেকে দেওয়া হয়।

পেন্দ্রা

ছত্রিশগড় রাজ্যের পেন্দ্রা কেন্দ্রে হিন্দীতে ATP অনুষ্ঠিত হয়। ৫৮ জন অভ্যাসী এতে অংশ নেয় যার মধ্যে ৪০ জন গ্রাম্য সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা, যাদের আত্মনিয়োজন কল্পনাতীত। সেদিনের বাতাবরণ ছিল ভা ারার মত। ATP পরিচালনা করেন ভ্রাঃ দীপক ত্যাগী, ভ্রাঃ শ্রীনিবাস ও ভঃ ললিতা ত্যাগী। ভ্রাঃ স্বপ্নিল ক্ষেত্রি পুরো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

রায়পুর

৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ATP তে ৫২ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে। আগ্রহী অভ্যাসীদের নানা প্রশ্নের জবাব ভ্রাঃ দীপক ত্যাগী প্রদান করেন। ভ্রাঃ বিষ্ণু উপাধ্যায়, ভ্রাঃ সতীশ শর্মা এবং ভ্রাঃ দেব নারায়ণ ATP পরিচালনা করেন।

বিলাসপুর

৭ মার্চ হিন্দীতে ATP অনুষ্ঠিত হয়। SMRTI র তৈরী এই প্রোগ্রাম সব অভ্যাসীদের কাছে খুব গ্রহণযোগ্য ছিল।

দূর্গ

২১ ফেব্রুয়ারী হিন্দীতে অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ ডি কে নিগমের তত্ত্বাবধানে ৬৭ জন অভ্যাসী এক শান্ত বাতাবরণে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ভ্রাঃ দীপক ত্যাগী ও ভ্রাঃ শ্রী নিবাস অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব খুব আকর্ষণীয় ছিল।

জামনগর

জনসমাগমে ঠাসা টাউন হলে 'অস্তিত্বের ভারসাম্য ও ধ্যান'এর বিষয়ে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যাসীরা তাদের বন্ধু, সহকর্মী ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে সহজ মার্গকে তুলে ধরার সুযোগ পান। দুটো উচ্চাঙ্গ নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে আলোচনা চক্র শুরু হয়। ধ্যানের মাধ্যমে কিভাবে জীবনের ভারসাম্য অর্জন করা সম্ভব সেই অভিজ্ঞতা ভঃ জয়শ্রীবেন লালভাই সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন।

ভ্রাঃ হীরেনভাই শাহ দৈনন্দিন জীবনে সহজ মার্গ ধ্যানের ভূমিকা ব্যক্ত করেন। মানবজীবনের সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহজমার্গের অবদানের উল্লেখ করেন ভ্রাঃ সুরেশ রাজগোপালন। তিনি আরও বলেন যে, আধ্যাত্মিক প্রগতিকে কোনরকমভাবে প্রভাবিত না করে, কিভাবে আমরা ভৌতিক জীবন নির্বাহ করতে পারি।

ভাষণ শেষে শ্রোতারা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সুযোগ পান। কেউ কেউ সহজ মার্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

জ্যোতির্কেন্দ্র

"এখানে আশ্রমের ক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায়? মহান গুরুদেব আশ্রমে শক্তি সঞ্চার করেন। কিন্তু যখন আমরা ধ্যান করি, তখন সেই শক্তি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলি। মন্দিরে এই শক্তি প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে, আর আশ্রমে তা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। তাই আশ্রমে তোমার যা করা উচিত, তা যদি করো তবে ৫০ বছর পর তা অনেক বেশী শক্তি সঞ্চয় করবে, এক মধুর বাতাবরণ তৈরী হবে, যাকে তুমি সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বাতবরণও বলতে পারো। 'এই হল স্বর্গ, এইখানেই উজ্জ্বল জগৎ' "।

অঙ্গোল আশ্রম

ছোট্ট শহরে বিশাল হৃদয়ের রচনা

অঙ্গোল অন্ধ্রপ্রদেশের প্রকাশম জেলার মুখ্য কার্যালয়। ১৯৬৯ সালে বাবুজী মহারাজ যখন মাদ্রাজে ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন, তখন হঠাৎ ৭২ ঘন্টা তাঁর ট্রেন ঝড় ও বন্যার প্রকোপে এখানে থেমে যায়। স্থানটা হল অঙ্গোল ও উপগুনদুরু গ্রামের মাঝামাঝি। বাবুজী নিশ্চয় সেসময় এখানে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করে দিয়েছিলেন, যার ফলে স্বল্প সংখ্যক অভ্যাসী নিয়ে শুরু করে আজ এখানে এক পূর্ণাঙ্গ আশ্রম গড়ে উঠেছে।

১৯৯০ এর প্রথম দিকে এখানকার প্রথম প্রশিক্ষক ভ্রাঃ কে. কুপ্পুস্বামীর মাত্র জনাকয়েক অভ্যাসী ছিল। ভ্রাঃ বি. নাগেশ্বর রাও ১৯৯৪তে মিশনে যোগ দিয়ে প্রচুর উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। অভ্যাসীর সংখ্যা ৩৫০ জনে গিয়ে দাঁড়ায়, যার মধ্যে অঙ্গোল শহর, চিমাকুর্তি, মেদারামেটলা এবং আদাঙ্কি গ্রামগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভ্রাঃ নাগেশ্বর রাওকে প্রশিক্ষক করা হয় এবং তাঁর বাড়িতে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হওয়া শুরু হয়। স্থানীয় অভ্যাসীদের সহযোগিতায় আশ্রমের প্রয়োজন সকলের মধ্যে অনুভূত হয়। ৫ একর জমি আশ্রমের জন্য এবং ৪৯ একর জমি কলোনীর জন্য নেওয়া হয়, অঙ্গোল শহরের অনতিদূরে এস. এন. পাদু মণ্ডলের পারনমিট্টা গ্রামে।

পূজ্য গুরুদেব ২২ ডিসেম্বর ২০০০, ঐ প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করেন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর দুবার ঐ স্থান পরিদর্শনে আসেন কাজের অগ্রগতি দেখার জন্য। ২০০৪ সালের ৭ জানুয়ারী তিনি নতুন আশ্রমের উদ্‌ঘাটন করেন এবং তা তাঁর গুরুদেব বাবুজী মহারাজের নামে উৎসর্গ করেন এবং নাম দেন 'ধর্মাশ্রম'। অনুষ্ঠানে ৬০০০ অভ্যাসী সমাগম ঘটে এবং গুরুদেব তাঁর ভাষণে 'হৃদয় দেওয়া'র উপর আলোকপাত করেন। এই ছোট্ট অঞ্চলে এত সুন্দর আশ্রম গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় অভ্যাসীদের অবদানের কথা স্বীকার করে বলেন, এই সৃষ্টি প্রায় বড় শহরের সমতুল !

এর প্রথম তলে ২০০০ অভ্যাসীর বসার মত ধ্যান কক্ষ যার সামনে প্রশস্ত সিঁড়ি। নীচে বহুশয্যাবিশিষ্ট শয়নকক্ষ, গুরুদেবের কুটির, রান্নাঘর, সৌচাগার এবং জেনারেটারের ঘর। সুপরিকল্পিত সবুজ ঘনভূমি ও ছায়াতরু আশ্রমের শোভাবর্ধন করেছে। অঙ্গোল আশ্রমেও বিনাখরচে খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। রোজ সকাল ৬.৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2009 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.